শুভেচ্ছাপত্র
"স্বাগতম ১৪৩০"

আমাদের সংস্কৃতিতে প্রতিবছর পহেলা বৈশাখ নিয়ে আসে নতুনের বার্তা। যা নব নব রূপে একাত্ম হয়ে বিশেষ কৃষ্টির মহিমায় রূপায়িত হয় যার রূপান্তর আছে তবে মৃত্যু নেই। বর্ষবরণ এক আনন্দঘন উৎসব। পহেলা বৈশাখ এবং এতদসংক্রান্ত যতো আয়োজন শোভাযাত্রা, মেলা, উৎসব বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতির উপাদান এবং আমাদের অস্তিত্বের হাতিয়ার। এর মাঝে বাঙালির আত্মপরিচয় প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এতে রয়েছে বাঙালির অখন্ড উত্তরাধিকার এবং প্রকাশ পায় নিজস্ব সত্তা ও স্বকীয়তা।

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এই দিনটি বিশেষ আড়ম্বরের সাথে উদযাপিত হয়ে থাকে। প্রায় পাঁচশত বৎসরাধিক পূর্বে সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত যে বাংলা বৎসরের উদ্ভব হয় তাই ক্রমে বাঙালির আত্ম-পরিচয়ের একটি চিহ্ন হয়ে ওঠে। এ জন্য বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে যাদের অবস্থান সেসব কুচক্রী গোষ্ঠি বরাবরই পহেলা বৈশাখ উদযাপনের বিরুদ্ধে ছিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয়েছিল সে সংগ্রামের পক্ষেও পহেলা বৈশাখ উদযাপন তৎকালীন সময়ে বাঙালির একটি প্রতিবাদের অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক আয়োজিত বর্ষবরণের জন্য যে মেলা এবং মিছিল বের করা হতো তা বন্ধ করার জন্য ১৯৬০ সালে পরাধীন বাংলাদেশের তৎকালীন পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠি একটি আদেশ জারি করে। কিন্তু অকুতভয় বাঙালিরা সে বাধা মানেনি। এ আদেশের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ করেছিল এ দেশের আপামর মানুষ। এতে বঙ্গবন্ধুর মননের বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারা জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে আরও বেগবান হয়েছিল। বৈশাখের সম্মিলন আমাদের শেখায় সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে স্বোচ্ছার হতে, ঐতিহ্যকে লালন করতে, অসাম্প্রদায়িকতাকে দূরে ঠেলে আধুনিক, আত্মমর্যাদাশীল একটি দেশ গড়তে। পহেলা বৈশাখ পরিণত হয় বাংলাদেশের এবং সারা পৃথিবীর বাঙালির প্রাণের উৎসবে। ইউনেস্কো কর্তৃক পহেলা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। নববর্ষের এ আন্তজার্তিক স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে এক অসামান্য অর্জন।

বাঙলা ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নববর্ষকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন ফেলে আসা গ্লানি, দুঃখ, জরাকে পিছে ফেলে শুদ্ধশুচি পৃথিবীতে নতুন বছরকে বরণ করে নেয়ার জন্য। আমরাও কবির প্রার্থনার সাথে একই রকমের সার্বজনীন শুভ কল্যাণের প্রত্যাশা পোষণ করছি।

বাঙালি সংস্কৃতিকে সমুন্নত রেখে আমাদের সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সফল কারিগর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের দেশও সে শুভ কল্যাণের অংশীদার হয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে এগিয়ে যাবে। ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সমাজ, সবার জন্য উন্মুক্ত কর্মমুখী গণমুখী ও জীবনব্যাপী শিক্ষা প্রদান তথা সুখি সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে এবারের বৈশাখ হবে আমাদের জন্য আরও প্রেরণাদায়ী।

এ প্রত্যাশায়ই বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বাউবি'র প্রীতিভাজন শিক্ষকমণ্ডলী, পরিচালনা পর্ষদের সম্মানীয় সদস্যগণ, কর্মকর্তাগণ, কর্মচারীবৃন্দ, সুহৃদ সমন্বয়কারীগণ, টিউটর, সম্মানিত অভিভাবক, প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দসহ সকলকে জানাই বাংলা নববর্ষ ১৪৩০-এর আন্তরিক শুভেচ্ছা। শুভ নববর্ষ ১৪৩০।

অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ুন আখতার পিএইচডি
উপাচার্য
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়